তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

পূর্ণেন্দু পত্রী

তুমি এলে সূর্যোদয় হয়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড · কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম
নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

মূল্য ৮·০০

শক্তি ও মীনাক্ষীকে

সূচীপত্র

।। কেউ ভাল না বাসলে ।।

কেউ ভাল না বাসলে আর লিখব না
কবিতা।
কত ভালবাসা ছিল বাল্যকালে।
পুকুর ভর্তি এলোচুলের ঢেউ
কলমীলতায় কত আলপনা
কত লাজুক মুখের শালুক
যেন সারবন্দী বাসরঘরের বৌ।
এক একটা দুপুর যেন
রূপসীর আদুল গা
রাত্রি কারো চিকন চোখের ইশারা।

সর্বনাশের ভিতরে কত ছোটাছুটি ছিল
বাল্যকালে
জ্যোৎস্নার আঁচল ধরে কত টানাটানি ছিল
বাল্যকালে
জরির পাড় বসানো কত দিগদিগন্ত ছিল
বাল্যকালে।

কেউ ভাল না বাসলে আর লিখব না
কবিতা।

॥ যে টেলিফোন আসার কথা ॥

যে টেলিফোন আসার কথা সে টেলিফোন আসে নি।
প্রতীক্ষাতে প্রতীক্ষাতে
সূর্য ডোবে রক্তপাতে
সব নিভিয়ে একলা আকাশ নিজের শূন্য বিছানাতে।
একান্তে যার হাসির কথা হাসে নি।
যে টেলিফোন আসার কথা আসে নি।

অপেক্ষমান বুকের ভিতর কাঁসর ঘণ্টা শাঁখের উলু
একশ বনের বাতাস এসে একটা গাছে হুলুস্থুলু
আজ বুঝি তার ইচ্ছে আছে
ডাকবে আলিঙ্গনের কাছে
দীঘির পাড়ে হারিয়ে যেতে সাঁতার জলের মত্ত নাচে।
এখনো কি ডাকার সাজে সাজে নি ?
যে টেলিফোন বাজার কথা বাজে নি।

তৃষ্ণা যেন জলের ফোঁটা বাড়তে বাড়তে বৃষ্টি বাদল
তৃষ্ণা যেন ধূপের কাঠি গন্ধে আঁকে সুখের আদল
খাঁ খাঁ মনের সবটা খালি
মরা নদীর চড়ার বালি
অথচ ঘর দুয়ার জুড়ে তৃষ্ণা বাজায় করতালি।
প্রতীক্ষা তাই প্রহরবিহীন
আজীবন ও সর্বজনীন
সরোবর তো সবার বুকেই, পদ্ম কেবল পর্দানশীন
স্বপ্নকে দেয় সর্বশরীর, সমক্ষে সে ভাসে না।
যে টেলিফোন আসার কথা সচরাচর আসে না।

॥ শোকাভিভূত ॥

শোকাভিভূতের ন্যায় বেলা বয়ে যায়।

বিশুদ্ধ গন্ধের মত কোনো নারী দেখেছো কোথায়?
তার করতলে নাকি রয়ে গেছে মানুষের শোকের ঔষুধ

বাতাসকে এই কথা বলা মাত্র সমস্ত বাতাস।
হো-হো হেসে লুটোপুটি খায়
বাগানবিহীন এই কলকাতার দেয়ালে চাতালে।

ভীষণ ভ্রমের মত কোনো স্বপ্ন দেখেছো কোথাও?
তার ছায়াতলে নাকি রয়ে গেছে মানুষের সুখের ওষুধ

মানুষকে এই কথা বলা মাত্র সমস্ত মানুষ
টেরী কেটে ছুটে যায় যে যার নিজের গর্তে
নির্দিষ্ট শ্মশানে।

শোকাভিভূতের ন্যায় বেলা বয়ে যায়।

।। পাওয়া না-পাওয়ার কানামাছি ।।

রঙীন রুমালে চোখ দুটো বাঁধা
নিজের সঙ্গে নিজের অষ্টপ্রহর কানামাছি খেলা
ভারী চমৎকার ধাঁধা।
যাকে ছোঁবার তাকে না ছুঁয়ে
আকাশ ধরতে হাত বাড়িয়ে আছি ধুলোমাটির ভুঁয়ে।
হাত বাড়ালে হাতে জলের বদলে শামুক
অথচ ভেতরটা পরাগসুদ্ধ ফুলের জন্যে আপাদমস্তক কামুক।

সিঁদুর রঙের কিছু দেখলেই মন উশখুশ, ইচ্ছেয় আগুন
বিশ্বাসের বাকলে তাহলে সত্যিই এল ফাগুন।
কাছে যাই, কাছে গেলেই সব অদলবদল, যথেচ্ছাচার কাণ্ড
রক্তপাতের শব্দে শিউরে ওঠে গাছপালা নদীনালাময় দেশ
চেনা ব্রহ্মাণ্ড।
তবু তো ছুঁতে হবে কিছু, কাউকে না কাউকে
পুকুরপাড়ের নিমগাছ কি সাগরপারের ঝাউকে।
পা নিয়েই সমস্যা, কোথায় রাখি, হয় পাঁক
নয় অনিশ্চিতের বালি
ভিক্ষের ঝুলিটা তবু যা হোক ভরছে নানারকম ভাল এবং মন্দে
সমৃদ্ধ কাঙালী।

মনে হচ্ছে কোথাও নেই
অথচ আমার চেয়ার টেবিলে আমি ঠিকই আছি
রঙীন রুমালে চোখ দুটো বাঁধা
নিজের সঙ্গে নিজের খেলা, পাওয়া না-পাওয়ার কানামাছি।

॥ জনৈক ক্ষিপ্তের উক্তি ॥

এই তো আমার ক্ষিপ্ত হবার সময় এলো।

মুঠোখানেক বৃষ্টি নিয়ে রোদকে ছুঁড়ে মারতে পারি
গঙ্গাজলকে বলতে পারি, সরে দাঁড়াও, ওপার যাবো।
ও কলকাতা হে কলকাতা
নেয়াপাতি ডাবের মাথা
সব ক'টাকে ঝুনো করে উকুন দিয়ে চষতে পারি।

এই তো আবার ক্ষিপ্ত হবার সময় হলো।

হাড়ের মধ্যে শুকোচ্ছে ঘি
পাঁজরা খুলে কার হাতে দি
চোখ জ্বেলেছে যজ্ঞশালা এবার তবে জপেই বসি
উপবীতটা হারিয়ে গেছে জলে কিংবা জনস্রোতে
নইলে দেখতে ব্রহ্মশাপে ভস্ম হতো বিশ্বভুবন।

এই তো এলো ক্ষিপ্ত হবার বিকেলবেলা।

হাতের মুঠোয় রঙের শিশি পাঁচটা আঙুল পাঁচটা তুলি।
বুলিয়ে দিলেই আকাশটা লাল
বাতাসটা নীল কালচে সকাল
সবাই যেমন রগড় খুঁজছে তেমনি রগড় জুড়তে পারি
গেরস্থ হে, ঘুমোতে যাও, বিছ্না আছে হ্যাংলা হয়ে।
এখন আমি ভাঙবো তালা
সিঁধকাঠিতে বুকের জ্বালা
আকাশ-জোড়া সোনার থালা না যদি পাই মরতে পারি।

॥ নিজের মধ্যে ॥

গাছতলা ভরে গেছে ডেয়ো পিঁপড়েয়।
মাঝখানে মুনিঋষির মত বসে আছি
নিজের মধ্যে নিজে।
ধূপ ধুনুচি, ত্রিশূল
ত্রিশূলে টাঙানো ডমরু
গলায় রুদ্রাক্ষ, মাথায় বটঝুরি জট,
কিচ্ছু নেই।
শুধু খানিকটা আগুন পাঁজরার আড়ালে
পুড়বার মত
কিছু কাঠ-কাঠরা
ইচ্ছে-অনিচ্ছের, লোভ-লালসার।
মুনিঋষির মত বসে আছি গাছতলায়
ডেয়ো পিঁপড়েদের খুনখারাপি কামড়
ক্ষতবিক্ষত অন্ধকারে
নিজের মধ্যে নিজে।

।। স্থির হয়ে বসে আছি ।।

স্থির হয়ে বসে আছি, তবু কলরোল।

মাছি জানে, ছাই-হওয়া সিগারেট জানে, কতখানি স্থির
করতলে ভাগ্যরেখা, ইতিহাসের রাজার গৌরব, মাটিতে সমাধি
জলের ভিতরে গূঢ় আত্মহত্যা শুয়ে থাকে যতখানি স্থির,
মানুষের ছা-পোষা সংসারে বদ্ধমূল নানাবিধ ভ্রান্তির মতন
স্থির হয়ে বসে আছি, তবু কলরোল।

কাউকে দেখি না, শুধু জনশূন্য পথে একা হাওয়া হাঁটে, গাছ মাথা
নাড়ে
কাউকে দেখি না, শুধু বিমানের সাদা ডানা, বিধ্বস্ত গর্জনে
লজ্জিতা নারীর মত মেঘ সরে যায়, ছায়া নামে বনে
পৃথিবী হঠাৎ দরিদ্রের মত ম্লান, কাক কেঁদে ওঠে।
স্থির হয়ে বসে আছি, মাছি জানে, ছাই-হওয়া সিগারেট জানে
লিখি না, আঁকি না, কোনো ভাঙাগড়া খেলাধূলা নেই
তবু কলরোল।

ডাকাডাকি আকাশে মাটিতে, ক্রমাগত অনবরতই
সভাসমিতির খাম, আমন্ত্রণ ও অভিবাদনে ক্রমাগত অনবরতই
দাঁড়ানো, দৌড়োনো, ছুটোছুটি, দোলাদুলি ঢেউয়ে লোকালয়ে।
ছাতা নেই তবু বৃষ্টি জলে
ছুটি নেই তবুও বাহিরে রোদে অন্ধকারে জ্যোৎস্না কুয়াশায়।
ট্রেনের টিকিট কারা কেটে আনে অনবরতই
রিজার্ভ কামরার সুখ, অতিথিশালার চাবি, আয়না, বাথরুম
যথেচ্ছ ভ্রমণ সেরে ভোরবেলা না-ভাঙার ঘুম, দীর্ঘ স্বপ্নের তালিকা

ক্রমাগত, অনবরতই কেউ ডাকে, করস্পর্শে মনে হয় আত্মীয়স্বজন
যেতে হয়, থেকে যাই, কার কাছে থাকি তা জানি না।
যে সমুদ্রে কোনদিন ওলোট-পালোট হয়নি চুল
যে পাহাড় বহুদিন বিবাগী বন্ধুর মত দূরদেশে ছিল
তারই কাছে স্টপেজ, স্টেশন, মেলামেশা, অঢেল আমোদ
বকুলগন্ধের সঙ্গে হাঁটাহাঁটি,
অজানা মাটির সঙ্গে নানাবিধ বাক্য বিনিময়, শেষে গলা ছেড়ে গান।
মধ্যরাতে ছৌ-নাচ, মানুষের ভগ্ন দেহে দেবতার মুখোশ, পেখম
কাড়া নাকাড়ার শব্দে কেঁপে ওঠে দশদিক, চতুর্থ প্রহর, বহুক্ষণ
মন্দিরে মন্ত্রের মত ধ্বনি জাগে, যাগযজ্ঞে আছি মনে হয়
ঝর্না নামে রক্তস্রোতে, অব্যক্ত ও অব্যাহতিহীন কলরোল, শুধু
কলরোল।

আত্মপ্রকাশের এক গাঢ় ইচ্ছা
হঠাৎ আকাশ-ছুঁয়ে ফুটে উঠবার এক গাঢ়তর অসুখ ও জ্বর
বুকের ভিতরে এনে জড়ো করে ক্রমাগত অনবরতই
রাশীকৃত গাছপালা, শুকনো হাড়, শিকড়বাকড়, কিছু ময়লা পালক
ভাঙা নৌকোর দাঁড়, অফুরন্ত কালো জল ও সূর্যকিরণ।
স্থির হয়ে বসে আছি, তবু কলরোল।

।। কেউ বলে দেয় নি ।।

কেউ বলে দেয় নি কার কাছে কি চাইবো আমরা।
তৃষ্ণার মুহূর্তে কার কাছে পাতবো শিরাবহুল হাত
অভুক্ত থালা গেলাস আর ভাঙা সাঁকোর হাহাকার
কার কাছে চাইবো ভালোবাসার ফুলতোলা রুমাল
মনমরা মুখের ঘাম মুছে
আবার পাল-তোলা ইচ্ছের সঙ্গে দৌড়
কেউ বলে দেয় নি।
রক্ত পড়লে লাল তুলোর স্নেহময় ব্যাণ্ডেজ
বৃষ্টি পড়লে বটগাছের নিরুপদ্রব ছাতা
কার কাছে চাইবো হারানো বাল্যকালের ভিজে ঠিকানা
আরেকবার চোখে কাজল, পায়ে রুপোর তোড়া
খালি পায়ে মায়ের কোলের কাছে নাচবার ইচ্ছে।
কেউ বলে দেয় নি অগ্নিকাণ্ডের সময় আমরা বসবো কোন দিকে
আগুনের মাঝখানে না এধারে ওধারে।

কেউ বলে দেয় নি
আমরা নিজেরাই হেঁটে এসেছি মেঘের কাছ-বরাবর
আড়ি পেতে শুনে নিয়েছি নক্ষত্রদের গোপন কথাবার্তা
সূর্যের রশ্মি থেকে বেছে নিয়েছি চোখের পরকলায়
যে-যার প্রিয় রঙ।

দায়-দায়িত্বের ছুঁচে রঙীন সুতো পরিয়ে বসে আছি হাঁ মুখে
অনন্তকাল গাছতলায়।
কি সেলাই করতে হবে কেউ বলে দেয় নি।

।। লাল নীল সবুজ ।।

আমরা অনেক বন্ধুবান্ধব।
কেউ লাল, কেউ নীল, কেউ সবুজ।

লাল বন্ধুরা দশদিগন্তের পাহাড়-পাথর ঠেলে হাঁটে
সমস্ত রক্তপাত ডিঙিয়ে আসবে এক অভ্রভেদী ভোরবেলা
তাকে স্বাগত জানাবে যে, সেই শাঁখের ঠিকানায়।

নীল বন্ধুরা নগ্ন হয়ে নেমে যায় সপ্তসিন্ধুর জলে
সমুদ্রগর্ভ থেকে নক্ষত্রলোকের ঘাটে মানুষ যাবে বেড়াতে
তাকে পারাপার করবে যে, সেই অলৌকিক নৌকোর খোঁজে।

আর সবুজ বন্ধুরা হারিয়ে গেছে হলুদ বনে।

॥ সরলতা একদিন প্রিয়বন্ধু ছিল ॥

সরলতা একদিন আমাদের প্রিয়বন্ধু ছিল।
তখন সরল ছিল পুকুরের জল ও শালুক
সংসারের শাল খুঁটি এবং সম্মান।
তখন মন্দির ছিল ঘরে ও বাহিরে, বক্ষস্থলে
অন্ধকার ভাঙা সিঁড়ি দেবতার দিকে ঊর্ধ্বমুখ
পবিত্র গন্ধের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা অমরতা ছিল।
আকাশে তাকিয়া-পাতা বিছানার মত ভালবাসা
স্নেহ ও মমতাময় হাত ছিল ঘোর বৃষ্টিজলে
ঘুমিয়ে পড়ার স্নিগ্ধ সুখ ছিল কুয়াশায় হেঁটে।

সরলতা ছিল বলে ভয় ছিল এবং বিস্ময়।
ধুলোর ভিতরে ঝড়
ঝড়ের ভিতরে বজ্র বিদ্যুতের ছুরি ভরা খাপ
ঝোপের ভিতরে নীল সাপ,
আগুনের উলঙ্গ প্রতাপ
নিষিদ্ধকে ছোঁয়াছুঁয়ি পাপ
সকলই গ্রহণযোগ্য ছিল বাহুমূলে।

যতদিন সরলতা প্রিয়বন্ধু ছিল
পালকের ডানা ছিল পিঠে
দু' পায়ে নূপুর।
সোনার সিন্দুক ছিল লুকানো ইচ্ছেয় ঠাসাঠাসি।

অজস্র টুকরোয় ভাঙা বয়োপ্রাপ্ত বিকাশের বিকারে ও জ্বরে
সেই প্রিয় বন্ধুটির শোকাবহ মৃত্যু মনে পড়ে।

॥ ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাষ ॥

কবে ঝড় হবে তার পূর্বাভাষ ছাপা হয়ে গেছে
গাছে গাছে, পাতায়, কুঁড়িতে রুক্ষ ছালে
একাগ্র ইচ্ছার মত ঊর্ধ্বমুখী ডালে
কখন ছড়াতে হবে উদ্দাম কেশর
জেনে গেছে ধূলিকণা, ঝরাপাতা, শুকনো কাঠখড়
মাটির ধমনী।
ঝড়ের পিছনে আছে প্রবল বর্ষণ, বজ্রধ্বনি!

এখন আকাশে বড় রোদ
চোখে হিংসা মুখে লাল ক্রোধ।
নোনা ঘামে ভিজে যায় সমস্ত মঙ্গলঘট
ন্যায়নীতিবোধ।
পোড়ে দূর্বাঘাস।
মেঘ নেই, উলঙ্গ আকাশ।

চরাচর জেনে গেছে আসন্ন বৃষ্টির পূর্বাভাষ।

॥ কাকে দিয়ে যাব ॥

কাকে দিয়ে যাব এই জলরাশি, দুকূল প্লাবন
কাকে দিয়ে যাব ভাঙা তীর
বিপদ সংকুল বাঁশী যদি বাজে মধ্যরাত চিরে ?

কে নেবে অঞ্জলি ভরে এই জল, পিছল সংসার
অসুখের মত এই রক্তচিহ্নহীন ধূসরতা ?
নুয়ে, শুয়ে ভেঙে পড়া বৃক্ষ, তরুলতা
যাদের শিকড় ছিল মাটির গভীরে বদ্ধমূল
রক্তজাত ফুল
আকাশকে উপহার দিয়েছে প্রত্যেক শুভদিনে
পৃথিবীকে উপভোগ্য স্নেহও মমতা।
মহীরুহ শুয়ে আছে ঘাসে,
সোঁদা গন্ধ সরল বিশ্বাসে।
কাকে দিয়ে যাব এত ক্ষত, অক্ষমতা ?

যে নেবে সে জয়ী হবে জানি
যে নেবে সে বিপন্নও হবে।

॥ ক্রেমলিনে হঠাৎ বৃষ্টি ॥

অপর দেশের রোদে ভেসে আছি বিহ্বল বাতাসে
অকস্মাৎ ক্রেমলিনের চূড়া থেকে বৃষ্টি ছুটে আসে।
সুতীব্র শীতের ঢাল, শত শত তীর, পথে হঠাৎ ঘেরাও
কে তুমি হে ? কোন্ দেশী ?
জারের প্রাসাদ ভেঙে কোথা যেতে চাও ?

আমি গুপ্তচর নই, বৃষ্টিকে বোঝাই কানে কানে
ওরে তোর অস্ত্রশস্ত্র থামা,
উৎসুক অতিথি, যদি তুলে নিস হুকুমৎনামা,
একটু ভিতরে যাই
পাথরের পাহারার ঘোমটা তুলে তাকাই খানিক
অনির্বচনীয়তার প্রতিমাকে ছুঁয়ে দেখি
কত মাটি, কতটা মানিক।

নদীতেই নদী থাকবে, গাছ থাকবে গাছে
রাজার মুকুটে মুক্তো, রাজ্যপাট, শৃঙ্খলা সংসার
সব থাকবে যে যেখানে আছে।
শুধু তোরা সুদূরে পালালে
কিছু স্মৃতি, কিছু গন্ধ মেখে নিয়ে যেতে পারি
আমার রুমালে।

দোভাষিয়া ইভানোভা কাছে আসে, ছাতা খোলে,
তুলে নেয় বৃষ্টি অবরোধ,
ক্রেমলিনের নীলাকাশে রোদ।

॥ তাজমহল ১৯৭৫ ॥

বহুদিন একভাবে শুয়ে আছো, ভারতসম্রাট।
বহুদিন মণিমুক্তো, মহফিল, তাজা ঘোড়া, তরুণ গোলাপ
এবং স্থাপত্য নিয়ে ভাঙাগড়া সব ভুলে আছো।
সর্বান্তঃকরণ প্রেম, যা তোমার সর্বোচ্চ মুকুট, তা'ও ভুলে গেছো
নাকি ?
পাথরের ঢাকনা খুলে কখনো কি পাশে এসে মমতাজ বসে
কোনদিন ?
সুগন্ধী স্নানের সব পুরাতন স্মৃতিকথা বলাবলি হয় কি দুজনে ?
জানি প্রতি জ্যোৎস্নারাতে তোমার উঠোনে বড় ঘোর কলরব
ক্যামেরার কালো ভিড়, আলুথালু ফুর্তিফার্তা, পিকনিক,
ট্রানজিসটারে গান
তবু তো যমুনা সেই দুঃখের বন্ধুর মত কাছাকাছি ঠিক রয়ে গেছে।
হারানো উদ্যানে গাঢ় মেলামেশা মনে পড়ে গেলে
দুজনে কি কোনদিন বেরিয়েছ নিমগ্ন ভ্রমণে
জ্যোৎস্নাজলে ভেসে ভেসে আকাশ ও ধরণীর চুম্বনের মত কোন
স্থানে ?

বহুদিন একভাবে শুয়ে আছো, ভারতসম্রাট।
দেওয়ান-ই-খাসের ধুলো ভারতের যতটুকু সাম্প্রতিক ইতিহাস জানে
তুমি তার সামান্য জান না, আছো ভ্রান্তিতে ও ভয়ে।
আওরঙ্গজেবের ঘোড়া মারা গেছে
এবং সে নিজে, কেউ বলে নি তোমাকে ?
সবচে দুর্ধর্ষতম বীরত্বেরও ঘাড়ে একদিন মৃত্যুর থাপ্পড় পড়ে
সবচেয়ে রক্তপায়ী তলোয়ারও ভাঙে মরচে লেগে
এই সত্যকথাটুকু কোন মেঘ, কোন বৃষ্টি, কোন নীল নক্ষত্রের আলো

তোমাকে বলে নি বুঝি ? তাই আছো ভ্রান্তিতে ও ভয়ে,
শব্দহীন গাঢ় ঘুমে, প্রিয়তমা পাশে শুয়ে, ভুলে গেছো সেও সঙ্গীহীন
তারও চোখে নিদ্রা নেই, সে এখনো মর্মান্তিক জানে
তুমি বন্দী, পুত্রের শিকলে।

বহুদিন একভাবে শুয়ে আছো, ভারতসম্রাট।
আওরঙ্গজেবের ঘোড়া মারা গেছে, মারা যেতে হয়।
এখন নিশ্বাস নিতে পারো তুমি, নির্বিঘ্ন প্রহর
পরস্পর কথা বলো, স্পর্শ করো, ডাকো, প্রিয়তমা !
সর্বান্তঃকরণ প্রেম সমস্ত ধ্বংসের পরও পৃথিবীতে ঠিক রয়ে যায়
ঠিক মত গাঁথা হলে ভালবাসা স্থির শিল্পকলা।

॥ তোমার নূপুর ॥

তোমার নূপুর নাকি ?
তবে ও কিসের শব্দ বাতাস কুড়োলো দুই হাতে ?
তুমি কি দুয়ার খুলে আকাশকে ডাকলে নিকটে ?
মেঘের আঁচলে কেন তবে এত ত্রস্ত ওড়াওড়ি ?
তুমি কি আমার কথা
তোমার আমার সব গোপনীয় কথোপকথন
বকুল গন্ধকে বলেছিলে ?
বনরাজী জানল কি করে ?
কাল
আমার কপাল ছুঁয়ে কৃষ্ণচূড়া ডাল
'সুখী হবে, আগুনও পোড়াবে
এই ক'টি কথা বলে হাসির উচ্ছ্বাসে হল
সূর্যাস্ত লগ্নের মত লাল।

ঐ তো বাজাও, বাজে নূপুরের ধ্বনি
আমি ব্যাপ্ত হতে থাকি
আমার ভিতরে আরো ব্যাপ্ত হতে থাকে
আকাশ, আশ্বিন, আগমনী।

॥ তুমি এলে ॥

তুমি এলে সূর্যোদয় হয়।
পাখি জাগে সমুদ্রের ঘাটে
গন্ধের বাসরঘর জেগে ওঠে উদাসীন ঘাসের প্রান্তরে
হাড়ের শুষ্কতা, ভাঙা হাটে।

তুমি এলে চাঁদ ওঠে চোখে
সুস্বাদু ফলের মত পেকে পরিপূর্ণ হয়
ইচ্ছা, প্রলোভন,
ঘরের দেয়াল ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ে দূর
ভ্রমণের বন।

তুমি এলে মেঘ বৃষ্টি সবই মূল্যবান।
আমাদের কাঠের চেয়ার
যেদিকে শহর নেই, শ্রাবণের মেঘমল্লার
মাতাল নৌকোর মত ভেসে যায় ভবিষ্যৎহীন।
পৃথিবী পুরনো হয়
পৃথিবীর ছাইগাদা, ছন্নছাড়া দৃশ্যের বিভুঁয়ে
শতাব্দীর শোক-তাপ জ্বর-জ্বালা ছুঁয়ে
রয়ে যাই আমরা নবীন।

॥ সিঁড়ি ॥

কত রকম সিঁড়ি আছে ওঠা এবং নামার
চলতে চলতে থামার।
সরল সিঁড়ি শীতল সিঁড়ি
পদোন্নতির পিছল সিঁড়ি
অন্ধ এবং বন্ধ সিঁড়ি
কদম ফুলের গন্ধ সিঁড়ি
ওঠার এবং নামার
চলতে চলতে থামার

কত রকম সিঁড়ির ধাপে কত রকম জল
পা পিছ্‌লোলে অধঃপতন
ভাসতে পারো মাছের মতন
ডুব সাঁতারে মুঠোয় পেলে সঠিক ফলাফল

কত রকম জলের ভিতর কত রকম মাছ
চুনোপুটি রাঘব বোয়াল যার যে রকম নাচ
পেট চিরলে আংটি কারো
কারো শুধুই আঁশ
দীর্ঘতর ফুসফুসে কার ভরাট দীর্ঘশ্বাস।

সিঁড়ির নীচে জল এবং সিঁড়ির উপর ছাদ
মেঘও পাবে মানিক পাবে
বজ্রধ্বনির খানিক পাবে
পুড়তে চাইলে রোদ
জ্যোৎস্না থেকে বাছতে পার সার্থকতাবোধ

অনেক রকম সিঁড়ি আছে ওঠা নামা হাঁটার
ঊর্ধ্বে অভিষেকের তোরণ
নিচের ঝোপটি কাঁটার।

॥ কেবল আমি হাত বাড়ালেই ॥

হাওয়া তোমার আঁচল নিয়ে ধিঙ্গীনাচন করলো খেলা
সকাল বিকেল সন্ধেবেলা
চোখের খিদের আশ মেটালো লম্পটে রোদ রাস্তা ঘাটে
যখন হাঁটো সঙ্গে হাঁটে
বনের পথে হাঁটলে যখন কাঁটাগাছে টানলে কাপড়
চ্যাংড়া ছোঁড়ার ফাজলেমিকে ভেবেছিলাম মারবে থাপড়
একটা নদীর লক্ষটা হাত, ভাসিয়ে দিলে সর্বশরীর
লুটপাটেতে ছিনিয়ে নিলে ওষ্ঠপুটের হাসির জরির
জেল্লাজলুষ।
কেবল আমি হাত বাড়ালেই, মাত্র আমার পাঁচটা আঙুল
তোমার মহাভারত কলুষ।

রক্তে মাংসে মনুষ্যজীব, সেই দোষেতেই এমন কাঙাল
কিন্তু তোমার খবর নিতে আমার কাছেই আসবে ছুটে
অনন্তকাল।

॥ শুধু শব্দে থাকো ॥

সেই ভালো, শুধু শব্দে থাকো।
সম্বোধনে, শুধু উচ্চারণে।
তোরঙ্গে যেমন থাকে
তোলা শাড়ি পরিপাটী ভাঁজে,
সর্বাঙ্গের ভাঁজে সে থাকে না।
খাম ও চিঠির মধ্যে
যে-রকম অঙ্গাঙ্গি ও স্পষ্ট আলিঙ্গন,
সে-রকম তোমাকে পাব না।
গমনাগমন বন্ধ
ভেঙ্গে দাও সান্নিধ্যের সাঁকো।
সেই ভালো, শুধু শব্দে থাকো।

॥ আরো বহু ভালবাসা ॥

কাল তাকে ছুঁয়েছিলো মেঘ
আজ তাকে ছুঁলো বৃষ্টিজল
পুকুরের পচা পাঁক বলে গেছে এরপর নাকি
ছুঁতে পারে সাপের ছোবল।

কাল তাকে ভালবেসেছিলো
একটি রমণী, বহু সুখ।
আজ তাকে ভালবেসে গেলো
প্রত্যাখ্যান-জনিত কৌতুক।

জ্যোতিষীর চশমার ঘষা কাচ রাশিচক্র খুঁড়ে
বলে গেছে এরপরও নাকি
হাঁড়িকাঠে সুন্দর সিঁদুরে
আরো বহু ভালবাসা বাকি।

॥ অন্বেষণ ॥

কি চাই বা কাকে চাই এখনও জানি না।
স্মৃতি ও বিস্মৃতি থেকে কাকে চাই পথে ফেলে যেতে
পথ থেকে তুলে এনে কাকে খুলে দেবো সিংহদ্বার
পালঙ্কের নতুন বিছানা
এখনও জানি না।

অভ্র-আবীরের মত অঙ্গাঙ্গি জীবন কাকে নিয়ে
কোন্ শিল্প, কি রঙের তুলি হাতে নিলে
মুকুটের অধিকার, মানুষের প্রিয় অভ্যর্থনা
এখনও জানি না।

কোথায় আমার ক্ষেত, সার্থক লাঙল, শস্যদানা ?
কৃষকের মত আছি, কাদা পায়ে, গায়ে ধুলোবালি
চিরুণীবিহীন চুল, ওকে ঝড় ওড়াক আকাশে
স্থিতিশীলতার চেয়ে একটু স্পন্দন ঢের ভালো।

॥ হাওয়ার ভিতরে ॥

হাওয়ার ভিতরে দুঃসময়।
হাওয়ার ভিতরে আরো কালো হাওয়া
ভারাক্রান্ত মেঘ।
মেঘের ভিতরে আরো কালো মেঘ
স্ফীত বন্যাজল।

মৃত্যু সংবাদের মত ব্যথা কাঁপে জলের শরীরে
জলের প্রকাণ্ড জিভ
সংসারের ভীত্‌শুদ্ধ কাঁপে
একাধিক নৌকো কাঁপে, সারিবদ্ধ, কোথাও একাকী
জলের গভীরে কাঁপে তৈলচিত্রে আকা দৃশ্যপট
ডুবে যেতে যেতে ভাসে রমণীর হাস্যধ্বনিগুলি
হয়তো সবার শেষে ডুবে মহিমার প্রাচীন ললাট
এবং শিল্পীর কালি তুলি।

হাওয়ার ভিতরে দুঃসময়
কারা যেন ভেসে যায়, কারা যেন তবু কথা কয়।

॥ এখন যেও না নদীজলে ॥

এখন যেও না নদীজলে
টিউবওয়েলে করো স্নান
এখন নদীতে ঘোলা জল
ঘূর্ণীর ভিতরে ঘোর টন্নন

এখনও যথেষ্ট মেঘ কালো
যে-যার গহ্বরে থাকা ভালো
এখন সাঁতার বন্ধ থাক।
বাতাসের ব্যস্ত ছোটাছুটি
কাঁপে খড়, সংসারের খুঁটি
দরজায় দৈবদুর্বিপাক।

খোঁপা ভেঙে ওড়ে গুচ্ছ চুল
তোমার কলসী-ভরা ভুল
এখন নিজের কাছে রাখো।
স্মৃতির স্যুটকেশও খুলোনাকো
ভিজে যাবে সমস্ত বকুল।
ঘরে থাকো, ঘুমন্ত আঁচলে
এখন যেও না নদীজলে।

॥ অরণ্যপুরী ॥

মানুষের সুখী হওয়া উচিত এখানে।
অনন্ত ছড়ানো এই অরণ্যপুরীতে
সুখ আছে গড়ানো নুড়িতে
ঝুঁকে পড়া আলুথালু থোকা ফুল, লতার ঝুরিতে।
অহেতুক বালি খুঁড়ে খুঁড়ে
সুখ পাবে ফাঁকা বুক জুড়ে।
ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত ধুলো-ওড়া পথের দু'পাশে
ডাকলেই বুঝি কাছে আসে
শাল ও সেগুন, দীর্ঘ ইউকেলিপ্‌টাস
সুখের ঠিকানা তারা আরো জানে, আছে বারোমাস
ছোট টিলা, বড় টিলা কোনোটা খয়েরি কেউ কালো
গা এলিয়ে গল্প কিংবা
গোপন প্রেমের পক্ষে ভালো।
রাত্রিতে মাদল, নাচ, বাঁশী হাতে দৃপ্ত সাঁওতাল
মহুয়ায় বাতাস মাতাল।
ঘুম পাবে, তৃপ্ত ঘুম, স্বপ্ন ও শরীরে মাখামাখি
ভোর হলে ডেকে দেবে কোনো গন্ধ
কিংবা কোনো পাখি।
ঐদিকে নৈঋর্ত কোণ
ঐখানে জ্যোৎস্নার উঠোন
এখন গা ধুতে গেছে গোধূলির ঘাটে এলোচুলে।
সমস্ত দিনের শেষে সূর্য তার লাল জামা খুলে
নদীর কিনারে শোয়, সম্ভবত বালির বিছানা।
আকাশ এখনো তার প্রতিভার স্পর্শে গাঢ় রাঙা।
পরপারে সরল পাহাড়।

মহিষ যেমন পাঁকে গেঁথে রাখে আলস্যের উদাসীন ঘাড়
মানুষের সেই মত সুখী হওয়া উচিত এখানে।

॥ ভিক্ষুকের একতারা হাতে পেলে ॥

রাজা হতে বড় ভাল লাগে।
রাজার সমস্ত চাই, অশ্ব, অশ্বমেধ, অহমিকা
সব মণিমুক্তো, সব নোট
রূপোলী জরীর জাশি, শিরস্ত্রাণ, টাই, টুপি, গলাবন্ধ কোট
পাহাড়ের উঁচু চূড়া, পারিষদ, পরচর্চা,
পারদর্শী নর্তকীর নাচ
জমকালো জাজিম
পারস্যের রেকাবীতে মিশরের পরিপক্ক আঙুর ডালিম
জমিজমা, সব ধানক্ষেত
সমস্ত নদীর জল, সব নারী উঁচু নীচু তরঙ্গ সমেত।
পাঁচ তারা হারেমের প্রত্যেকটি নরম বিছানা
আমারই ক্ষুধার জন্যে ঐকান্তিক পাতা আছে এইটুকু জানা
পৃথিবীর রাজাদের রক্তের ভিতরে
আতর গন্ধের চেয়ে আরো বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষাময়
শিশিরের চেয়ে আরো স্বতঃসিদ্ধ স্নিগ্ধতায় ঝরে।

ভীষণ ভিক্ষুক হতে তার চেয়ে আরো ভালো লাগে।
জমিজমা রাজ্যপাট, সোনার পালঙ্ক খাট
রাজস্ব, সেলাম, সোনাদানা
কিছু নেই, তবু তার সুনিশ্চিত হয়ে গেছে বহু কিছু জানা
কিছু সে জেনেছে এই পৃথিবীর ধুলো কাদা পাঁকজল মেখে
কিছু এই প্রান্তরের গাঢ় রোদে পুড়ে,
কিশোরী চোখে মত ছায়াতলে বসে থেকে থেকে
লোকপরম্পরা থেকে, কিছু কিছু পিরামিড থেকে
সম্ভ্রান্ত মূর্তির খোঁজে মহেনজোদারোর মাটি খোঁড়াখুঁড়ি থেকে

বারুদের গর্ব, গন্ধ বারবার মিশে যায় কোন্ হাহাকারে
তেঁতুল গাছের ডালে তাই নিয়ে নক্ষত্রের চিরন্তন হাসাহাসি থেকে
কংক্রীটের দেয়ালের হাড়ের ভিতরে নীল ঘূণ
প্রত্যেকের চৌকো ফ্ল্যাটে প্রত্যহের লিপস্টিক রঙের
ভালবাসাবাসি থেকে ক্রমান্বয়ে নিঃশব্দের খুন
মাটির পাঁচিল ঘেঁষে
সকল মহিমাহারা মানুষের মুখের সম্মুখে
কিছুক্ষণ ক্লান্ত হয়ে ঝুঁকে
জেনেছে সে এই সব
মানুষের ভাঁড়ার ঘরের ক্ষয় ক্ষতি, সব লুটপাট
কখন অজ্ঞাতসারে চুরি হয়ে গেছে পৃথিবীর
সোনার কবাট।

ভিক্ষুকের একতারা হাতে পেলে, তু'পায়ে নূপুর,
রাজার উচ্ছিষ্ট ফেলে, ঈশ্বরের মত একা, নত, নগ্ন পায়
হেঁটে চলে যাব বহুদূর।
পর্বতের সিঁড়ি আছে, সমুদ্রেরও আছে পারাপার,
ভিক্ষুকের সকল তুয়ার।

॥ রামকিঙ্কর ॥

খানিকটা পাথর দাও আর একটু বুক-খোলা মাঠ
হে কলকাতা, হে আমার রুগ্ন জীর্ণ মুহ্যমান শিল্পের সম্রাট
রক্তে নাচে ছেনী
বাতাসে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে যুবতীর বেপরোয়া বেণী
কিংবা কারো কালো চুলে অকস্মাৎ কালবৈশাখী
একটু পাথর পেলে আঁকি
মেঘ কিংবা ঝড়
পাড়াগাঁর অন্ধকারে রোদে জলে হিম রাতে স্থির আলো জ্বালে
ধুলোর সংসারে বসে যে সকল নিঃসম্বল পার্বতী ও পরমেশ্বর
কিংবা গাছ, গাছই ভাল, গাছের অরণ্যমুখী হাঁটা
আজানুলম্বিত বাহু, দীর্ঘকায়, দৃপ্ত পদক্ষেপ, রোদমাখা ঋষি
ফুলের মশাল হাতে, বাকলে ফাটল, গায়ে কাঁটা
অথবা গাছের মত কিছু
সূর্যের নিকটবর্তী, নক্ষত্রলোকের চেয়ে যৎসামান্য নীচু
মানুষ বা মানুষের বুকের নদীর মহোৎসব
ভালবাসা ফুটে আছে, হাড় মাংসে আলোড়িত টব
অথবা জীবন, এই জীবনের নিশ্বাস-প্রশ্বাস রক্ত স্বেদ
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, খেদ
সাহস, সংগ্রাম,
অট্টহাসি, আর্তনাদ, গান
অনেক আগুনে পুড়ে তবুও বজ্রের ভঙ্গী যার।
অঙ্গ নয়, শুধু অঙ্গ নয়
আমার ছেনীতে নাচে চৈতন্যের প্রতি অঙ্গীকার।

একটু পাথর দাও হে কলকাতা রক্তে আকুলতা
বাতাসে উড়িয়ে দিই যুবতীর আঁচলের মতো কোনো প্রিয় সত্য কথা।

।। আরশিতে সর্বদা এক উজ্জ্বল রমণী ।।

আরশিতে সর্বদা এক উজ্জ্বল রমণী বসে থাকে।
তার কোনো পরিচয়, পাশপোর্ট, বাড়ির ঠিকানা
মানুষ পায় নি হাত পেতে।

অনুসন্ধানের লোভে মূলত সর্বতোভাবে তাকে পাবে বলে
অনেক মোটরগাড়ি ছুটে গেছে পাহাড়ের ঢালু পথ চিরে
অনেক মোটরগাড়ি চুরমার ভেঙে গেছে নীলসিন্ধুতীরে
তারও আগে ধ্বসে গেছে শতাধিক প্রাসাদের সমৃদ্ধ খিলান
হাজার জাহাজ ডুবি হয়ে গেছে হোমারের হলুদ পাতায়।

আরশির ভিতরে বসে সে-রমণী ভ্রূভঙ্গিতে আলপনা আঁকে
কর্পূর জলের মত স্নিগ্ধ চোখে হেসে বা না-হেসে
নানান রঙীন উলে বুনে যায় বন উপবন
বেড়াবার উপত্যকা, জড়িয়ে ধরার যোগ্য কুসুমিত গাছ
লোভী মাছরাঙা চায় যতটুকু জল আর মাছ
যতটুকু জ্যোৎস্না পেলে মানুষ সন্তুষ্ট হয় স্নানে।

স্নানের ঘাট সে নিজে কিন্তু তারও স্নান চাই বলে।
অনেক সুইমিং পুল কার্পেট বিছোনো বেডরুমে
অনেক সুগন্ধী ফ্ল্যাট পার্ক স্ট্রীটে জুহুর তল্লাটে
ডানলোপিলোর ঢেউ ডাবলবেডের সুখী খাটে।
জোনাকী যেভাবে মেশে অন্ধকারে সর্বস্ব হারিয়ে
প্রভাতে সন্ধ্যায় তারা সেইভাবে মিলেমিশে হাঁটে।

বহু জল ঘাঁটাঘাঁটি, স্নান বা সাঁতার দিতে দিতে

মানুষেরা একদিন অনুভব করে আচম্বিতে
যে ছিল সে চলে গেছে নিজের উজ্জ্বল আরশিতে।

প্রাকৃতিক বনগন্ধ, মেঘমালা, নক্ষত্রের থালা
কিংবা এই ছ'রকম ঋতুর প্রভাবে
এত নষ্ট হয়ে তবু মানুষ এখনও ভাবে সুনিশ্চিত তাকে কাছে পাবে
কাল কিংবা অন্য কোন শতাব্দীর গোধূলি লগনে
কলকাতায়, কানাডায় অথবা লণ্ডনে।

॥ মানুষের কেউ কেউ ॥

সবাই মানুষ থাকবে না।
মানুষের কেউ কেউ ঢেউ হবে, কেউ কেউ নদী
প্রকাশ্যে যে ভাঙে ও ভাসায়।
সমুদ্র-সদৃশ কেউ, ভয়ঙ্কর তথাপি সুন্দর
কেউ কেউ সমুদ্রের গর্ভজাত উচ্ছৃঙ্খল মাছ।
কেউ নবপল্লবের গুচ্ছ, কেউ দীর্ঘবাহু গাছ।
সকলেই গাছ নয়, কেউ কেউ লতার স্বভাবে
অবলম্বনের যোগ্য অন্য কোনো বৃক্ষ খুঁজে পাবে।

মানুষ পর্বতচূড়া হয়ে গেছে দেখেছি অনেক
আকাশের পেয়েছে প্রণাম।
মানুষ অগ্নির মত
নিজে জ্বলে জ্বালিয়েছে বহু ভিজে হাড়
ঘুমের ভিতরে সংগ্রাম।
অনেক সাফল্যহীন মরুভূমি পৃথিবীতে আছে টের পেয়ে
ভীষণ বৃষ্টির মত মানুষ ঝরেছে অবিরল
খরা থেকে জেগেছে শ্যামল।
মানুষেরই রোদে
বহু দুর্দিনের শীত মানুষ হয়েছে পার
সার্থকতাবোধে।

সবাই মানুষ থাকবে না।
কেউ কেউ ধুলো হবে, কেউ কেউ কাঁকর ও বালি
খোলামকুচির জোড়াতালি।
কেউ ঘাস, অযত্নের অপ্রীতির অমনোযোগের

বংশানুক্রমিক দূর্বাদল।
আঁধারে প্রদীপ কেউ নিরিবিলি একাকী উজ্জ্বল
সন্ধ্যায় কুসুমগন্ধ,
কেউ বা সন্ধ্যার শঙ্খনাদ।
অনেকেই বর্ণমালা
অল্প কেউ প্রবল সংবাদ।

।। হে প্রসিদ্ধ অমরতা ।।

হে প্রসিদ্ধ অমরতা
কী সুন্দর তোমার ভ্রূকুটি
ঘরের বাহিরে ডেকে এনে
ভাঙো ঘর, স্থিরতার খুঁটি

ধ্বংসের আগুনে জলে ঝড়ে
তুমি রাখো মায়াবী দর্পণ
মহিমার স্পর্শ যারা চায়
রক্তপাতে তাদের তর্পণ।

হে প্রসিদ্ধ অমরতা
কী উজ্জ্বল তোমার পেরেক
বিদ্ধ ও নিহত হয় যারা
কেবল তাদেরই অভিষেক।

॥ ভূমিকম্প ॥

ভূমিকম্প আমার ভিতরে
চূর্ণ ও বিচূর্ণ ঝরে পড়ে
বাগানের ফুলশুদ্ধ ঝাঁপি
ঘন ঝোপে কে যেন শিকারে
আমার পিছনে ছায়া নাড়ে
আকস্মিক অন্ধকারে কাঁপি
তোমার দু'চোখে আছে আলো
দুঃখের শুশ্রূষা জানো ভালো
দিতে পারো ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ
ভূমিকম্প আমার ভিতরে
চূর্ণ ও বিচূর্ণ সব ঝরে
কখন বাড়াবে সাদা হাত ?

।। মাটির উপরে মেঘ ।।

মাটির উপরে মেঘ ঝুঁকে আছে, প্রেমিকের ন্যায়।
শিকারের আগে শিকারীর
তীর-ধনুকের মত হিংস্র নয় লোভ-লালসায়।
বিবাহের আগে মানুষের
অপরিচিতার সঙ্গে আলাপের পরে যুবকের
বাসনা-বিহ্বল মন যে রকম জলে ডুবে থাকে
স্বপ্ন রচনায়,
সেইমত আত্মস্থ ও আবেগপ্রবণ।

মাটির উপরে মেঘ ঝুঁকে আছে, প্রেমিকের ন্যায়।
মাটিকে লেগেছে তার বড় ভালো, সাজানো শরীর
সমৃদ্ধ রমণী যেন শয্যাতলে, ঈষৎ লাজুক
অথচ আঁচলহীন, অগোছালো বুক।
ভীষণ সহানুভূতি যেন তার প্রয়োজন অন্য কারো শরীরের কাছে
সর্বস্বের দামে।
মেঘ ঠিকই জানে
কার ক্ষুধা কাঁদে কোনখানে।

দিবসে রাত্রির দৃশ্য, নিভে গেছে আলো, সূর্যালোক
মাটির উপরে মেঘ ঝুঁকে আছে, প্রেমিকের ন্যায়।

।। মেঘ জানে ।।

মেঘে ডুবে গেছে গাছ, বারান্দা, ছাদের সিঁড়ি
সড়ক, সংশ্লিষ্ট লোকালয়
মেঘে ডুবে গেছে মর্মমূল।
মেঘে আঁকা হয়ে গেছে মানুষের মতিচ্ছন্ন ভুল
মনের সমস্ত চোরাবালি
বাসনা ও বিষাদের ফালি।
মেঘের ভিতরে অহেতুক
মানুষ পাখির মত ওড়াউড়ি না জেনেও
ভালবাসে ভ্রমণের সুখ।
মেঘ জানে মানুষের কতটুকু প্রয়োজন
রোদের ছায়ার
কতটুকু জল ও প্লাবন।
মানুষ জানে না তার
চরিতার্থতার জন্যে কতটুকু মেঘ প্রয়োজন।

॥ প্রশ্ন ॥

ছটাক খানেক বুকে,
একটা গোটা আকাশ এবং
জলের স্থলের গা-ভর্তি রং
সব পড়েছে ঝুঁকে।
কাকে কোথায় রাখি ?
বুকের মধ্যে হেসে উঠল
শিকল-পরা পাখি।

।। মেলায় এসে ।।

গেরুয়া-পরা মাটি।
রোদ্দুরেতে গা ডুবিয়ে
তুমুল হাঁটাহাঁটি।
মন রে ওরে মন !
একলা কাঁদে একতারাটি
মাতাল সর্বজন।
খাঁচার ভিতর চোদ্দভুবন
তার ভিতরে পাখি।
মনের মানুষ খুঁজতে এসে
যে যাকে পাই ডাকি।

॥ কেউ একা নেই ॥

কেউ একা নেই কোনোখানে
ব্যাধ জানে, পাখিরাও জানে।
সকলেরই নিজের বাগানে
অন্য কারো কলসীর জল হতে পরমান্ন ঝরে
বুকের ভিতরে বসে তবে গাছ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে
অরণ্যের যথাযোগ্য হয়।

কেউ একা নেই কোনোখানে
শোক জানে, স্মৃতিরাও জানে।

।। মধুমক্ষিকার মত কিছু শব্দ ।।

মধুমক্ষিকার মত কিছু শব্দ এসে চলে যায়
কোথাও বসে না।
এলোমেলো অনুভব, আলোহীন অনুভূতিস্তর
বিষণ্ণ বইয়ের পাতা
লেখা বা না-লেখা খাতা কাগজপত্তর
সব শূন্য স্থানে তার ছায়া পড়ে, দিগ্বিজয়ী ডানা।
মধুমক্ষিকার মত কিছু শব্দ এসে চলে যায়
কোথাও বসে না।

চতুর্দিকে মানুষের ব্যতিব্যস্ত কর্মকুশলতা
কারো কারো মুঠোভর্তি হাতে মাথা কাটার দক্ষতা
চতুর্দিকে মানুষের খোঁজাখুঁজি, অনুসন্ধানের
হাতা খুন্তি হাতুড়ির মেশিনের মেশিনগানের
ছুরিতে শানের
প্রণয় ও প্রত্যাখ্যানের
যতটুকু মর্মস্পর্শী, যতটুকু আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জানা
সব ছুঁয়ে ওড়ে দীপ্ত ডানা।
মানুষের গৃহস্থালী কথাবার্তা, বোধ-বিনিময়
স্থূল-সূক্ষ্ম আলোচনা, কূট তর্কে জয় পরাজয়
তারা তার কিছু শোনে, কিছুটা শোনে না।
শুনে যায় মানুষের গ্রহ উপগ্রহ জুড়ে চড়া সুদে ধারকর্জ দেনা
কারো কারো হয়ে গেছে
পাহাড় সমুদ্রতটে পাকাপোক্ত জমিজমা কেনা
কেউ বা বিরক্ত দুধে অতিরিক্ত ফেনা
কেউ খুদ খুঁটে খায় নিত্য ধান ভেনে।

এই সব জেনে
মধুমক্ষিকার মত কিছু শব্দ এসে চলে যায়
কোথাও বসে না।

আরও কিছু দেখে নেয় সংসারের আয়নার কাচে
কে কার কতটা কাছে আছে
কার চোখে কতখানি প্রত্যূষ কি অপরাহ্ন বেলা
বৃষ্টিজলে কার সঙ্গে কার বেশী ভেজাভিজি খেলা
কে ক'টা কুকুর পোষে, কুকুরের ক'টা চাপরাশী
কার ফুল অবেলায় বাসি
সব ছ্যাখে
ভাঙা চোরা, ছিন্নভিন্ন, ভাল, মন্দ, ভুল।
চিরুণীর খোপে খোপে অবেলার একগুচ্ছ অসন্তুষ্ট চুল
প্রত্যেক সংসারে ওড়ে
পর্দা ওড়ে, ওড়ে দীর্ঘশ্বাস
রোজ, বারোমাস
জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে মানুষ কেবলই তার
করতল জুড়ে মেলে ধরে
ভবিষ্যৎ-সম্পর্কিত ত্রাস।
মানুষ গড়েছে এই দৃশ্যপট, অন্ধের আকাশ।

মধুমক্ষিকার মত কিছু শব্দ এসে চলে যায়
কোথাও বসে না।

॥ আমার ভিতরে বসে ॥

আমার ভিতরে বসে কে ওড়ায় মহাশূন্যে ঘুড়ি ?
কে ভাসায় এত জলযান ?
জলের ভিতরে মাছ, মাছের চকিত ঝাঁক, খুবই চিরন্তন
গায়ে আঁশ এবং আমিষ
কেবলই ক্ষুধার্ত করে, ব্যগ্র করে, বাসনাবহুল
হাতের আঙুল, দাঁত, চোখের প্রদীপ, নখ, চুল
সব জলে ঢালে তীব্র বিষ ।
তীর আছে কোনদিকে, কোন্ পারে নোঙরের ডাঙা
স্থিরতা ও স্থিতি ভোবে রাঙা
আমাকে বলেনি কোনদিন
আমি যার নিয়ন্ত্রণাধীন ।

আমার ভিতরে বসে মহাশূন্যে ওড়ে তার ঘুড়ি
শোনিতে শানিত করে আকাঙ্ক্ষার অনিবার্য ছুরি ।
শ্মশান ও সিংহাসন যুগপৎ দুই দিকে টানে ।
বাগান সাজিয়ে রাখে, মেঘ থেকে জল পেড়ে আনে
তৎসহ আগুন, তপ্ত খরা
তর্জনীতে বিবিধ নিষেধ—
উত্তরে হাওয়ার দিকে খুলো না দুয়ার
আছে অমঙ্গল, দুঃখ, ক্লেদ ।
অথচ মঙ্গল-শাঁখ তারই পায়ে পড়ে আছে ভেঙে চুরমার ।
কালো চুল শাদা করে কিনে দেয় খাটো পরচুলা ।
আমাকে ভাসিয়ে রেখে বিশ্বাসে ও অবিশ্বাসে, ঢেউয়ে
তার খেলাধুলা ।

॥ পাহাড়ের মত খিদে পায় ॥

সব খাওয়া হয়ে গেছে, সুখ, শান্তি, স্মৃতিগুচ্ছ, ঘাত-প্রতিঘাত
অপমান এবং সম্মান,
সম্মানের শাঁখ ও করাত
মায়া-মমতার থালা, মাছ দুধ ভাত
আশ্বিনের নীলবর্ণ সরবতে কার্তিকের হিম
কোজাগরী আকাশের পিলসুজে জ্যোৎস্নার পিদিম
পলাশ বনের ছবি, ডালে ডালে ফুলশুদ্ধ ঝাঁপি
পুকুরে ঝিনুক, সেই.ঝিনুকেরই মত ঠোঁট সলজ্জ গোলাপী
সব খাওয়া হয়ে গেছে, তবুও আসন ছুঁয়ে বসে আছি ভীষণ আশায়।
পাহাড়ের মত খিদে পায়।

সব খাওয়া হয়ে গেছে, কৈশোর, যৌবন, বাল্যকাল
তবুও দুরন্ত খিদে, জিভের ভিতরে এক ক্ষুধাতুর উলঙ্গ কাঙাল।
কামড়ে খেতে ইচ্ছে করে ডুরে শাড়ী, সিল্কের রুমাল
ঘুমন্ত শরীর থেকে ঘামে-ভেজা সৌন্দর্য ও শোক।
উজ্জ্বল আগুন নিয়ে খেলাধূলা, ক্ষয়ক্ষতি হয় যদি হোক।
দুরন্ত ভাঙার খিদে এবং গড়ারও
হাড় আরো মাংস চায়, মাংস চায় অভিজ্ঞতা আরো
আরো রৌদ্রকণা
প্রত্যেক গণ্ডূষে চায় পৃথিবীর সপ্তসিন্ধু, সকল ঘটনা।
সব খাওয়া হয়ে গেছে, তবুও আসন ছুঁয়ে বসে আছি ভীষণ আশায়।
পাহাড়ের মত খিদে পায়॥

।। কখন আসছ তুমি ।।

সকল দুয়ার খোলা আছে
নিমন্ত্রণ লিপি গাছে গাছে
গাঢ় চুম্বনের মত আকাশ নদীর খুব কাছে
রোদে ঝলোমলো।
কখন আসছ তুমি বলো?

বেলা যায়, দেরী হয়ে যায়
বাসি ফুল বাগানে শুকায়
অন্যান্য সমস্ত লোক আড়ম্বরপূর্ণ হেঁটে যায়
দূরের উৎসবে।
তোমার কী আরো দেরী হবে?

আজ ছিল বড় পুণ্য তিথি
সব ঘরে আত্মীয় অতিথি
পুরনো কাপড় ছেড়ে নতুন বসনে বনবীথি
সেজেছে নবীনা
জানি না তা তুমি জান কিনা।

একা আছি, শূন্যতায় আছি
বুকে ওড়ে বিতৃষ্ণার মাছি
মনের সংলাপ থেকে যা কিছু বাসনাময় বাছি
জলে টলোমলো।
কখন আসছ তুমি বলো?

।। জড়িয়ে পড়েছি তোমার ছড়ানো চুলে

জড়িয়ে পড়েছি তোমার ছড়ানো চুলে
পোড়া দুপুরের তৃষ্ণাজনিত ভুলে।
নুড়ি ও পাথরে হাঁটা হল একটানা
কিছু বিশ্রাম চেয়েছিল কালো ডানা
ছায়া জলে স্নান, পুরনো বসন খুলে।

জড়িয়ে পড়েছি তোমার চোখের নীলে।
মনে হয় যেন চোখেরই ভিতরে ছিলে।
মেঘে, অরণ্যে ডালপালা চিরে চিরে
কত খোঁজাখুঁজি কুসুম কোরক ছিঁড়ে
পাঁকে ও কাদায় হাঁটুজলে খালে ঝিলে

জড়িয়ে পড়েছি তোমার ছড়ানো চুলে।
তুমি যেন গাছ আছো যথেচ্ছ ফুলে।
আমার আঙুলে ক্ষত বিক্ষত ক্ষোভ
সব গন্ধকে গায়ে মাখবার লোভ
আমার বিছানা তোমার মর্মমূলে।

।। পাখির সঙ্গে ।।

দিগ্বিদিকে ছড়ানো ডালপালা
চামড়া এবং রক্তমাংসে জ্বালা
সুখের ঘরে লোহার নীল তালা

উঠোন জুড়ে মেঘের ডাকাডাকি।
সাঁতরিয়ে মেঘ হঠাৎ একটি পাখি
সবুজ ঠোঁটে আলতাবরণ রাখি

পালকগুলো সোনার জলে কাচা
বসল হাতে, বানিয়ে দিলাম খাঁচা
পাঁজরা খুলে, সকল মরা বাঁচা

ঐ পাখিটির সঙ্গে গেল জুড়ে।
ও আমাকে জাগায় মিষ্টি সুরে
আমি জোগাই বুকের মাটি খুঁড়ে

ওর দু'বেলার খাওয়া-পরার জল
ও পেড়ে দেয় আমাকে পাকা ফল।
সুখ পরেছে পায়ে রূপোর মল।

॥ যুগল বন্দী ॥

হাতের ভিতরে সাদা হাত
মুঠোর ভিতরে লাল মুঠো
তৃষ্ণার ছড়ানো খড়কুটো
রক্তের তুমুল ঝড়ে ওড়ে।

রক্তের তুমুল তাড়া খেয়ে
লুব্ধ হাঁটে ক্ষুধার আঙুল
চিরে খায় গোছ বাঁধা চুল
ঘাড়ের মসৃণ রূপরেখা।

ঘাড়ের মসৃণ থেকে নামে
শ্বাপদের হিংস্র থাবা ফেলে
সলজ্জ শাড়ির ভাঁজ ঠেলে
ঘরের ভিতরে উঁকি মারে।

ঘরের ভিতরে শয্যা পাতা
প্রকৃতিরই প্রতিকৃতিখানি
নদী আছে, নিবিড় বনানী
সমুদ্রের ঢালু বালুতট।

সমুদ্রের কেন্দ্রে দুইজন
দুজনের ক্রমাগত ভুল
আবেগের বিপদসঙ্কুল
জলস্রোতে এ ওকে ভাসায়।

॥ আত্মচরিত ॥

॥ আত্মচরিত ॥

যখন ছ'সাত বছর বয়স
ঈশ্বর আকাশে কাঁপতেন কখন কী করে বসি
তাঁর নিপুণ সংসারে।
এক একটা আস্ত পুকুর এক গণ্ডুষে গিলে
আবার অন্য পুকুরে রুই কাতলার ভিতরে ডুবসাঁতার।
জল থেকে উপড়ে আনা শালুক ছিল
অবিকল রাজকন্যের মুখ।

এখন চল্লিশ।
এখন রক্তক্ষরণের শব্দে বুকের নিশ্বাস নিভে যায়।

যখন সাত-আট বছর বয়স
ঝকঝকে চোখ বলিদানের কাতান
বুকে ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা দিনরাতের পুজো পার্বণ
পা দুটো রাণা প্রতাপের চৈতক
চৈত্রবোশেখের ঝড়ে কেবল ছুটছে ব্রহ্মাণ্ডের গায়ে লাথি মেরে।

ঈশ্বর সারাটা দুপুর আকাশে জেগে থাকতেন পাহারায়,
পাছে ঐ দুর্দান্ত বয়সটা আকাশের পথ চিনে ফেলে।

এখন চল্লিশ।
এখন নিশ্বাসের ভিতর কেবল স্বপ্নের দরজা ভাঙে।

যখন আঠারো বছর বয়স
দীর্ঘকায় এক মন্দির তুলেছিলাম নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে

তার ভিতরে ধূপ, ধূপের ভিতরে পুষ্পগন্ধ, পুষ্পের ভিতরে নারী
নারীর ভিতরে আকাশময় ওষ্ঠ, ওষ্ঠের ভিতরে কেবল প্রবহমান চুম্বন

এখন চল্লিশ।
এখন স্বপ্নের ভিতরে কেবল ঈশ্বরের তুমুল অট্টহাসি ॥

॥ আত্মচরিত ॥

বৃষ্টি এলে ষোলো বছর বয়সটা ভিজতে ভিজতে
ফিরে আসে আবার,
পায়ের তলায় বন্যার জল, রুপোর মল পরা ঢেউ
মখমল মাটি, শামুক, কাটা পায়ের রক্তের দাগ।
ফিরে আসে আবার
কার যেন ভিজে চুলের ডাকাডাকি, আকাশময়
যেন একটাই কাজলপরা চোখ,
কাঁচা পেয়ারা দু'হাতে কামড়ে খাওয়ার বয়স তখন।
চাঁপাফুলের গন্ধ পুড়তে থাকে দুপুরবেলার রোদে
আমি তার হাহাকারের হাত ধরে ঘুরে বেড়াই।
সেই হাহাকার কতবার তোমার ভেজানো ঘরের দরজার
শিকল ধরে দিয়েছে টান
আঁচলটুকু ধরতে দিয়ে বাকি সব লুকিয়ে রাখতে
লজ্জার কৌটোয়,
চোখের আয়নায় একটু মুখ দেখতে দিয়ে বাকি সব।
সেন্টমাখানো রুমাল কোমরে গুঁজে
স্বপ্নে বেড়াতে আসতে রোজ।
স্বপ্নে আঁচলহীন ছিলে তুমি।
স্বপ্নে লজ্জাহীন ছিল গোপন চিঠির খসড়াগুলো।
দিনের আলোয় তাদের অশ্লীলতা
ছেঁড়াপাতা হয়ে উড়ে যেতো বাজবরণের ঝোপে।
বৃষ্টি এলে ষোলো বছর বয়সটা ফিরে আসে আবার
আবার আকাশময় এক কাজলপরা চোখ ॥

॥ আত্মচরিত ॥

স্মরণাতীত জীবন মনে পড়ে।
মাথায় আঁটা বটের পাতার মুকুট,
খোলামকুচি ধুলোর তেপান্তরে
ছুটছে তার পক্ষীরাজ ছুটুক।
রাজার ছেলে ময়লা পেণ্টুলুন
তল্‌তাবাঁশের কঞ্চি ধনুর্গুণ
ধুলোয় তার বিপুল রাজ্যপাট
বুকের মধ্যে রাজকুমারীর খাট।
কাজল চোখে বিস্ময়ের ঘোর
আকাশে আঁকা মনের ঘর-দোর।

পালক ওড়ে পিছন পানে পলক পড়ে পিছন পানে যেই
কত সকাল সাঁঝের দেখি বর্ণ গেছে হিমে ভিজে বর্ণমালা নেই।

তখন ছিল পিদিম জ্বালা ঘর
বয়স ছিল সোহাগে তৎপর।
বয়সে ছিল মৌমাছিদের ক্ষুধা
মুড়ির সঙ্গে গুড় মিশলেই সুধা।
চোখের সঙ্গে চোখ মিললেই ঝড়
প্রতিদিনই পাল্‌কী-চাপা বর।
তখন ছিল নিত্য খোঁজাখুঁজি
আকাশ-পাতাল সিন্দুকের চাবি
কড়ির বয়েম। কেবল ভাবাভাবি
ভীষণ কিছু হারিয়ে যাচ্ছে বুঝি।
গাছ খুঁজতে ফুলের থোকা থোকা

ফুল খুঁজতে গিয়ে বিষম বোকা
ফুলের মতো ফুটল কবে ঐ
কাল যে ছিল এক সাঁতারের সই ?
হরিণ কবে চাউনী দিল ওকে ?
ঘুমিয়ে পড়ি হরিণ-হারা শোকে।

জলে সাঁতার জলে শালুক জলের মধ্যে গুলি-সুতোয় গোপন টেলিফন।
এখন শুধু ডাঙায় হাঁটা জীবন থেকে হারিয়ে গেছে জলের নিকেতন।

স্মরণাতীত জীবন মনে পড়ে।
হারিয়েছিলাম ঈশানকোণী ঝড়ে।
বিদ্যুতের বিপুল টর্চ জ্বেলে
পৌঁছে দিয়ে গেছে আকাশ ঘরে।
তখন ছিল হারিয়ে যাওয়ার সুখ
হারিয়ে গিয়ে বনের মধ্যে বন
পাতায় পাতা। দিগন্তে উৎসুক
দিন দুবেলার সবুজ নিমন্ত্রণ।
নরম মাটি, শক্ত গাছের ঘাড়ে
কাঠের বেঞ্চে, বাজবরণের ঝাড়ে
খোদাই করে লিখেছিলাম নাম।
সরলতার ছুরিতে ক্ষুরধার।
চোখের ভাঁজে ভাল মানুষ ভান
রক্তে নাচে রঙীন অত্যাচার।

খাতার পাতা আকাশে ঘুড়ি খাতার পাতা হালকা জলে নৌকো
হয়ে নাচে
দুপুররোদে গা ডুবিয়ে খাতার পাতা পৌঁছে দেওয়া ঝড়-বাদলের কাছে।

তখন ছিল নানান না-এর বেড়া
দেউড়ি-দালান নিষেধ দিয়ে ঘেরা।
না যেখানে সেইখানেতেই ঘাঁটি
পাঁচিল ভেঙে সরল হাঁটাহাঁটি।
আঁচল দিয়ে আড়াল যত কিছু
চোখের চলা কেবল তারই পিছু।
ছুঁতে গিয়ে সরলো যদি কেউ
সাপের ফনা অভিমানের ঢেউ।
অভিমানের সকল জাগা জুড়ে
ক্রমশ বাড়ে একলা হতে থাকা
সন্ন্যাসীর রাগের রোদের পুড়ে
সরল তৃণ খড়্গসম বাঁকা।
শিরায় শিরায় সঞ্চারিত ক্রোধ
একলা হাওয়ার দুঃখজনক বোধ।
একলা গাছে একলা পাখি ডাকে
একলা গাছ একলা ফোটায় ফুল
ছায়ার মধ্যে ছড়িয়ে এলোচুল
একলা এক রূপসী শুয়ে থাকে
বাগানজুড়ে, বসতবাটি, ভুঁই।
তাকে পেলেই একলা আমি দুই।

হ্যারিকেনের আলোয় কাঁপে সজনেপাতায় শিরশিরোনো একলা
হিমের রাত
পদ্য লেখার পাতায় কেবল জ্যোৎস্না হয়ে ফুটতে থাকে সকল
অসাক্ষাৎ।

স্মরণাতীত জীবন মনে পড়ে

কাঁসর-ঘণ্টা বিপুল ঐকতান
হ্যাজাক-জ্বালা চাতালে চত্বরে
রাসমঞ্চ, গাজন, পালাগান।
গানের মধ্যে গর্জে ওঠে মন
ভাঙতে হবে শিকল ঝনাৎ ঝন্
খুলতে হবে গুপ্তধনের তালা।
বুকের মধ্যে ব্যথার ডালপালা
হাঁকিয়ে তোলে ঝাঁকড়া চুলের ঝড়।
ভিক্ষা নয়, ঘোষণা অতঃপর।
কে দেবে দাও বাড়িয়ে আছি মুঠো
ভালোবাসার সামান্য খড়কুটো।
কে দেবে দাও বাড়িয়ে আছি ক্ষুধা
স্পর্শ, গন্ধ, পরিতৃপ্তির সুধা।
কে দেবে দাও মেলেছি জাগরণ
সার্থকতা, সোনার সিংহাসন।
দিল কি কেউ ? দেয়নি বুঝি সব।
ঘোচেনি আজো মনের আর্তরব।

প্রতিধ্বনি, প্রতিধ্বনি, তুমি তো ছিলে আবাল্যকাল সঙ্গী রাত্রিদিন।
কার কাছে কি পাওনা আছে জানিয়ে দিও, কার কাছে কি ঋণ।

॥ আত্মচরিত ॥

নতজানু হয়ে কারো পদতলে বসি, ইচ্ছে করে
অকপটে সব কথা তার সাথে বলাবলি হোক।

খুলে দিই কপাটের খিল
পর্দার আড়ালে, ঘন বনবীথি ছায়া, ভিজে ছায়া
নোনাধরা পুরনো পাঁচিল
দেয়ালে কামড়ে থাকে সুপ্রাচীন ঘন অন্ধকার
স্যাঁতলার নানাবিধ মুখভঙ্গী, ফাটলের দাগ
তেল ও জলের দাগ, পান পিক্, পিপাসার দাগ
সব চিহ্ন, সব ছারখার
সমস্ত গোপন দুঃখ শোক
অকপটে বলাবলি হোক।

আমাদের কতটুকু প্রয়োজন ছিল পৃথিবীর ?
নিজস্ব জননী ছাড়া আমরা কি কারও সাধের সন্তান ?
আর কারও প্রিয় পরিজন ?
সদ্ভাবে ও স্নেহে কারো ভ্রাতা ?
আমরা অসুস্থ হলে কোনখানে খুঁজে পাব ত্রাতা ?
অবশ্য এ পৃথিবীর বহু জল, মাটি, ধুলো, রোদ, বৃষ্টি, ঘাস
টেনে ছিঁড়ে লুটেপুটে আমরা করেছি ক্ষয়, অপচয়, গ্রাস।
তখন ধারণা ছিল আমাদেরই করতলে ভুবনের সব চাষ-বাস।
পৃথিবীর বুকের ভিতরে
উজ্জয়িনী আরেক পৃথিবী
আমাদেরই গড়ে দিতে হবে চমৎকার।
আরেক রকম দেশ, রাজধানী, সমৃদ্ধ নগর

আটচালা, পাঠশালা, স্কুল
খালে জল, মাঠে ধান, ব্রীজ, সাঁকো, বিদ্যুৎ, বাজার
ষ্টেশনের ডান দিকে শিরীষ গাছের ডালে লুটোপুটি ফুল
উৎসবের মত দিন
মন্ত্রোচ্চারণের মত মানুষের মুগ্ধ কণ্ঠস্বর
সারা ভূমণ্ডল জুড়ে একখানি ঘর।
রক্তের সম্পর্ক ছিড়ে উড়ে গেছে অকস্মাৎ সেই সব ভ্রমর গুঞ্জন
আশ্বিনের পরে যেন হিম-লাগা অগ্রহায়ণ।
পৃথিবীতে আমাদের জন্মের কি সত্যি কোনো ছিল প্রয়োজন?

মাটির আঁতুড়ঘরে জন্মলগ্নে ছিল ম্লান প্রদীপের শিখা
আকাশে জ্যোৎস্নার অহমিকা।
শৈশবে ছিল না রথ
ছিল রুক্ষ, রূঢ় তেপান্তর
শৈশবেই জেনে গেছি ঝড়ে ওড়ে কতখানি খড়।
ক'খানা সংসার ভাসে কোটালের বানে।
কারা ভাত খাবে বলে কারা ধান ভানে।

অনেক ভিখারী ছিল পথে পথে, কালো কালো হাত
চতুর্দিকে হাতড়ায়, যদি পায় কোনখানে সুখের সাক্ষাৎ।
অনেক ভিখারী ছিল, তারা ভিন্ন লোক
ভিন্ন ক্ষুধা, ভিন্নতর সন্ধান ও শোক
ভিন্ন প্রতিজ্ঞায় তারা বেঁধেছিল হাতে রক্তরাখী
যতক্ষণ স্বাধীনতা বাকি
ততক্ষণ রণ।
মৃত্যুতে মহিমাময় হয়ে গেছে তাদের জীবন।
সেই সব মৃত্যুঞ্জয়ী ভিখারীর বংশধরগণ

আজ সোফা, সিগারেট, এয়ারকুলার, সিমেণ্টের
সুগন্ধী সেণ্টের
পেটরোলের, ইনকাম ট্যাক্সের তুমুখো খাতায়
অম্লান, অপরিসীম কত সুখ পায়।
বহু সুখী দৃশ্যপট দেখা হল, বহু গৌরবের
মানুষও গাছের মত কত গন্ধ ছড়ালো আকাশে
গ্রহে উপগ্রহে, শূন্যে, মহাশূন্যে, মরুভূমিতলে
কল্পনার, কৃতিত্বের, সার্থকতা আর সৌরভের।

কত রক্তপাতময় দৃশ্যপটও দেখা হল বিমূঢ় লজ্জায়।
হাড়ের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল ছুরি
স্বাভাবিক মানবতা তামার তারের মত রোজই হল চুরি
কত ট্রেন থেমে গেল অনাদৃত, অজ্ঞাত স্টেশনে।
অচরিতার্থতাবোধ প্রসব ব্যথার মত রয়ে গেল স্থির
মানুষের চেতনার গর্ভের আঁধারে।
আমার সকলই আছে জামা, জুতো, ছাতা, টেরিলিন
মেডেল ও মেডেলকে ঝোলাবার সরু সেফ্‌টিপিন
মাসান্তে মাসান্তে পে-প্যাকেট
তাতে কেনা হয়ে যায় গ্রীষ্মের বাতাবিলেবু, শীতের জ্যাকেট।
ভিখারীর হাত পেতে আরও কিছু পেয়ে যাই একানি তুয়ানি
বিভিন্ন দয়ালু ব্যক্তি ছুঁড়ে দেয় ছেঁড়া কাঁথাকানি।
নিজের ঘামের নুনও চেটে খাই, পরিতৃপ্ত গাল,
বাহিরে যে থাকে সে তো অস্থিসার আজন্ম-কাঙাল।

বাহিরে ভিখারী কিন্তু সম্রাট রয়েছে অভ্যন্তরে
লুব্ধ ছুরি রক্তে খেলা করে।
উচ্চাকাঙ্ক্ষী আঙ্গুলের গাঁটে গাঁটে ছিন্‌তায়ের লোভ

পান থেকে চুন গেলে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ?
যে দিকে সুন্দর আছে, সুষমামণ্ডিত শিল্পলোক
যে দিকে নদীর মুখ, পর্বত চূড়ার অভ্যুদয়
ঊর্ধ্বলোক চিনে নিয়ে যে-দৃষ্টিভঙ্গীতে বীজ বনস্পতি হয়
যে সিন্দুকে ভরা আছে পূর্বপুরুষের স্মৃতি, ধনরত্ন রাশি
যে ওষ্ঠে কুসুম ফোটে মাধবীলতার মত হাসি
বাতাসকে গন্ধ দেয় যে সকল আত্মা ও শরীর
সব চাই, সব তার চাই
আগুনের সব শিখা, সব দগ্ধ ছাই।

কাকে পাপ বলে আমি জানি
কাকে পুণ্যজল বলে জানি
মুকুটের কাঁটা কয়খানি।
অভিজ্ঞতায় বৃদ্ধ, আবেগে বালক,
জাত গোত্রহীন হয়ে ভেসে আছি সময়ের নাড়ীর ভিতরে
একলা পালক।

—